সদর-অন্দরে চট্টগ্রাম বন্দর (১০)

উভয় পাড়েই বন্দর গড়ে উঠবে

× কর্ণফুলী টানেল জাতীয় স্বার্থেই বাস্তব রূপ পাবে

× শংখ হালদা আনোয়ারা কুতুবদিয়া মহেশখালী হয়ে টেকনাফে নৌ ও স্থল বন্দর সম্প্রসারণের পথে

শফিউল আলম

চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলীর একটি তীরে গড়ে উঠেছে। ডান ও বাম উভয় তীরে দেশের এ প্রধান বন্দর সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। এর জন্য ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও অবকাঠামো সুবিধা অতুলনীয়। শুধুই প্রয়োজন সদ্ব্যবহারের উদ্যোগ। বন্দরের দুই পাড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটছে। তবে তা খুব ধীরে। বিশ্বের সমুদ্র বন্দরসমূহের অবস্থান চ্যানেলের উভয় তীরেই। ব্যতিক্রম চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ণফুলী নদী ও বঙ্গোপসাগরের মিলিত মোহনায় উভয় পাড়ে বন্দরের ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো যদি গড়ে উঠে, তাহলে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে হালদা ও শংখ নদীর মোহনা হয়ে আনোয়ারা, কুতুবদিয়া, মহেশখালী এবং সর্বদক্ষিণ-পূর্বে টেকনাফে নৌ ও স্থল বন্দরের বিস্তৃতি ঘটবে। বহুমুখী বন্দর সুবিধার সমন্বয়ে মাল্টি-পারপাস জেটি-বার্থ, টার্মিনাল, শেড-ইয়ার্ড গড়ে উঠবে টেকনাফে। চট্টগ্রাম বন্দর সন্নিহিত মহানগরী ও শিল্পাঞ্চলসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের আরও অপরিহার্যতা দেখা দেবে। দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দরে বিদ্যমান অবকাঠামো সুবিধাটুকু আংশিক ব্যবহার হয়ে আসছে। তাই বন্দর কাঠামো স্বভাবতই আগের জায়গায় সীমিত হয়ে আছে। বন্দর-সম্পদের বাড়তি সুবিধা আর ফেলে না রেখে বর্তমান সরকার একে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভারত, নেপাল, ভূটানসহ মিয়ানমার, চীনের কুনমিন প্রদেশ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আঞ্চলিক 'হাব পোর্ট' হিসেবে ট্রানজিট কিংবা আন্তঃদেশীয় কানেকটিভিটি সুবিধার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রীর আমদানী-রফতানী বাণিজ্যভিত্তিক পরিপূর্ণ ব্যবহার হবে। এর সাথে সাথে কর্ণফুলীর উভয়প্রান্তে পোর্ট শিপিং পরিবহন ও শিল্প-বাণিজ্য বহুগুণ প্রসার ঘটবে। এর জন্য সহজতর ও দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্ণফুলীর তলদেশ দিয়ে দীর্ঘ প্রত্যাশিত টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

বর্তমান কর্ণফুলী সেতু বিশাল আকারে পণ্যবাণিজ্য ও বিনিয়োগ শিল্পায়নের জন্য বেশ অপ্রতুল। কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা অনুমোদন সম্পন্ন করে প্রকল্পের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মধ্যদিয়ে এ অঞ্চলে সমুদ্র বন্দর সুবিধা, শিপিং পরিবহন কার্যক্রম বিশাল পরিধি লাভ করতে যাচ্ছে। সমুদ্র বন্দর-সমৃদ্ধ বিভিন্ন দেশে বন্দর ও শিপিং পরিবহন অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধাগুলো কি কি উপায়ে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সংসদীয় কমিটি নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়ে গতমাসে কয়েকটি বন্দর ঘুরে দেখেছেন। সরেজমিন পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার আলোকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, বাংলাদেশের বন্দর অবকাঠামো সুবিধার সঠিক ব্যবহারে জাতীয় অর্থনীতির চাকা আরও গতিশীল হবে। দৈনিক ইনকিলাব প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। সরকার এসব ক্ষেত্রে সম্ভাবনাকে যথাযথ কাজে লাগানোর জন্য দেশ ও জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মাধ্যমে জাতির ভাগ্যোন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। শিপিং সার্কেলে অভিজ্ঞ সূত্রগুলোও ক্রম প্রসারমান বন্দরকে ঘিরে অপার সম্ভাবনার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

দু'পাড়ে বন্দর হলে–

আসামের লুসাই পর্বতমালা থেকে উৎসারিত খরস্রোতা কর্ণফুলী নদীর মোহনায় ডান তীরে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম বন্দরের মূল অবকাঠামো স্থাপনাগুলো। বঙ্গোপসাগরের সৈকতরেখা থেকে ২০ কি.মি. উজান ভাগে বন্দরের অবস্থান। জোয়ারের সময়ে প্লাবিত এলাকার ৫০ গজ পর্যন্ত বিস্তৃতি হিসাব অনুযায়ী মোট ২৫ কি.মি. হচ্ছে

পোর্ট লিমিট। কর্ণফুলী ও সাগর উপকূলের মিলিত মোহনা থেকে ৫ কি.মি. দূর পর্যন্ত সাগরের দিকে বন্দরের বহির্নোঙ্গর এলাকা। সেখানে বন্দরে ভিড়ার জন্য অপেক্ষমাণ জাহাজ অবস্থান করে এবং মাদারভেসেলের পণ্য লাইটারিং করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মূল নেভিগেশনাল চ্যানেলের একপাশে বন্দর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান ৫ কি.মি. পর্যন্ত বহির্নোঙ্গর এলাকাকে বন্দরের মূল লিমিটের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি এবং বহির্নোঙ্গর এলাকার পরিধি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কর্ণফুলী চ্যানেলের একধারে ১৭টি কনটেইনার জেটি-বার্থ, বহুমুখী বার্থ-ইয়ার্ড ও সাধারণ জেটিসমূহ, লাইটারেজ কার্গো জেটি-ঘাট, বন্দর সংযুক্ত রেল ও সড়কপথ, মুরিং নিয়েই মূলত বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দর। ডান তীরে আরও রয়েছে দেশের প্রধান জ্বালানি তেলের স্থাপনা, খাদ্য-শস্যের সর্ববৃহৎ সাইলো জেটি, টিএসপি জেটি, কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি ও দেশীয় বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জেটি-ঘাট, তেলের ট্যাংক টার্মিনাল। বন্দরের ঠিক মধ্যবর্তী অবস্থানে এবং শেষ কিনারে রয়েছে নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি ও একাডেমী।

কর্ণফুলী নদীর বাম তীরে অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলে চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামো সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি। সেখানে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান মেরিন একাডেমী, সার কারখানা সিইউএফএল জেটি, বহুজাতিক সার কারখানা কাফকো'র জেটি-ঘাট। সমুদ্রগামী জাহাজ, ফিডার ভিড়ার জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতা (ড্রাফট) যাচাই করে সেখানে বেশ কিছু জেটি-বার্থ, টার্মিনাল, কনটেইনার ইয়ার্ড গড়ে তোলা সম্ভব। বন্দরের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়ে ওঠার সাথে চাহিদা বেড়ে গেলে কর্ণফুলীর ডান তীরের মতো বাম তীরও জমজমাট হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে কর্ণফুলীর বাম তীর ঘেঁষে দক্ষিণাঞ্চলে সিমেন্ট, চিনি, স্টিল, জাহাজ নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের বৃহাদাকার শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। রফতানীমুখী শিল্প গড়ে উঠলে ওপাড়ের গুরুত্ব বেড়ে যাবে। সেখানে বন্দর সুবিধারও প্রসার ঘটবে। এ প্রেক্ষিতে বন্দরের আকার-আয়তন পোর্ট লিমিট বৃদ্ধি করে উভয় তীরে অবকাঠামো সুবিধা প্রসারের জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। এর জন্য হাইড্রোগ্রাফি যাচাই করা হবে।

অতিরিক্ত ৮শ' জাহাজ আসবে

চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানের আঞ্চলিক ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্য পরিবহনে ব্যবহার শুরু হলে সে ক্ষেত্রে বার্ষিক অতিরিক্ত ৫শ' থেকে ৮শ' জাহাজ আসা-যাওয়া করবে। পণ্য পরিবহনের হার প্রথমদিকে ১৫-২০ শতাংশ বাড়তে পারে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বন্দরকে ঘিরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। বন্দর বিস্তৃত হলে শুল্ককর, রাজস্ব, ট্যারিফ, সারচার্জ, পোর্ট ডিউজ, সিডিউল চার্জেস, লেভী, ফি ও সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি মিলিয়ে দেড়-দ্বিগুণ হারে আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এর সঙ্গে কর্ণফুলী, শংখ, হালদা মোহনায় বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার, লিংকেজ খাত সৃষ্টিসহ ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হবে। চট্টগ্রাম বন্দরে এখন যেখানে বছরে ৩ কোটি ৪৮ লাখ মেট্রিক টন আমদানী ও রফতানী পণ্যসামগ্রী উঠানামা এবং ১১ লাখ ৬১ হাজার ৪৬৯ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে, সেখানে ২০১৫ সাল নাগাদ এর পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে ট্রানজিট বাণিজ্য সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে।

তাছাড়া নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর মোহনায় অবস্থিত টেকনাফ দেশের অন্যতম বৃহৎ নৌ-বন্দর ও স্থল বন্দর হিসেবে বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্যে গুরুত্বের শীর্ষে উঠে আসবে। গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্থান বাছাইকালে গোড়াতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উচ্চপর্যায়ের একটি টিম টেকনাফে কারিগরি সমীক্ষা চালান। সেখানে সাধারণ কার্গো কোস্টার ও ফিডার জাহাজ চলাচলের উপযোগী বন্দর গড়ে তোলা সম্ভব বলে তারা অভিমত দেন। চট্টগ্রাম বন্দর ও প্রস্তাবিত সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরের 'সিস্টার পোর্ট' হিসেবে টেকনাফ অপার সম্ভাবনা লালন করে আছে। যার এখনও সিংহভাগ অবহেলিত ও অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। প্রাকৃতিক অবকাঠামো বা সক্ষমতার দিক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক শিপিং বাণিজ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় রুট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর স্থল পরিবেষ্টিত অঞ্চলে এ বন্দর দিয়ে পণ্য পরিবহন লাভজনক। দক্ষিণ এশিয়ায় বহুমাত্রিক সম্ভাবনার ধারক চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও আশপাশের নৌ, স্থলবন্দর।